উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব এ,কে,এম ফজলুর রহমান

এবং

বিচারপতি জনাব শেখ মোঃ জাকির হোসেন

ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমা ২০৯২/২০১০

মোঃ রফিকুল ইসলাম ওরফে রফিক

-----অভিযুক্ত-দরখাস্তকারী।

বনাম

রাষ্ট্র

---------অপরপক্ষ।

জনাব মোঃ শফিকুজ্জামান, এ্যাডভোকেট

---------দরখাস্তকারী

পক্ষে।

জনাবা শাকিলা রওশন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল,

-------- ---------- অপরপক্ষে।

শুনানী ও রায় প্রদানঃ ৯ই জুন ২০১১ ইংরেজি।

বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেনঃ

ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৯৮ ধারার বিধান মতে অভিযুক্ত দরখাস্তকারী কর্তৃক জামিনের দরখাস্ত দাখিলের পরিপ্রেক্ষিতে অপরপক্ষের প্রতি এই মর্মে কারণ দর্শানো পূর্বক রুল জারী হয় যে, কোন দরখাস্তকারী মোঃ রফিকুল ইসলাম ওরফে রফিক, পিতাঃ আঃ হামিদ ওরফে আঃ মজিদ-কে বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আমলী আদালত নং-১ নেত্রকোনা, বিচারাধীন জি,আর নং-২৩৭(২)/২০০৮, যাহা

পূর্বধলা থানার মামলা নং-৭ তারিখ ০৭.১১.২০০৮ ধারা ৩৬৪ দন্ডবিধি হইতে উদ্ভুত, উক্ত মামলায় জামিনে মুক্তি দেওয়া হইবে না।

রুলটি নিস্পত্তির সার্থে অভিযোগকারী/রাস্ট্র পক্ষে মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে; অভিযোগকারী মোঃ আবুল বাশার বাদী হইয়া দরখাস্তকারীসহ আরো ৬জনকে আসামী শ্রেণীভূক্ত করে বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, নেত্রকোনায় ১৩.০৮.২০০৯ ইং তারিখে আসামীরা তাহার বোনকে খুন করিয়া লাশ গুম করিয়াছে মর্মে দন্ডবিধির ৩৬৪/৩৪ ধারায় এক দরখাস্ত দাখিল করেন। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত দরখাস্ত এজাহার হিসাবে বিবেচনা করিবার জন্য পূর্বধলা থানায় পাঠাইলে অত্র মামলার উদ্ভব হয় এবং অত্র দরখাস্ত এজাহার হিসাবে গণ্য হয়। যেখানে অভিযোগকারী অভিযোগ করেন যে, ১নং আসামী তাহার বোন জামাই অন্যান্য আসামীগণ ১-৪নং আসামীগণ আত্নীয় বটে। তাহারা অত্যন্ত দুর্দান্ত প্রকৃতির দুশ্চরিত্রের পর অর্থলোভী লোক বটে। ৯ বৎসর পূর্বে তাহার বোন মোছাঃ মরিয়ম বেগমের ১নং আসামীর সহিত রেজিস্ট্রি কাবিনমূলে বিবাহ হয় এবং তাহার বাড়িতে উঠাইয়া নেয়। ১নং আসামীর সহিত স্বামী-স্ত্রী হিসাবে ঘর-সংসার করাকালীন সময়ে ১নং আসামীর ঔরসজাত ও তাহার বোনের গর্ভজাত দুইটি ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করে। বড় সন্তানটির বয়স ৭ বৎসর, নাম-মহসীন, ছোট সন্তানটির বয়স ৪ বৎসর, নাম-ওয়াসিম, ছোট সন্তানটির জন্মের পর হইতে ১নং আসামী অন্যান্য আসামীগণের সহায়তায় ও কুমন্ত্রনায় তাহার বোনকে প্রায় সময়েই যৌতুকের জন্য নানাভাবে অত্যাচার, উৎপীড়ন ও মারপিট করিত। তাহার বোন দুইটি সন্তানের মুখপানে চাহিয়া আসামীর এহেন অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিতে থাকাবস্থায় ঘটনার দিন অর্থাৎ ১৭.০৭.২০০৮ ইং

তারিখে ১নং আসামী অন্যান্য সকল আসামীগণের সহায়তায় ও কুমন্ত্রনায় তাহার বোনের নিকট ঘর বাঁধার জন্য ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা তাহাদের পিতার নিকট হইতে আনিয়া দেওয়ার জন্য চাপ দিলে তাহার বোন ১নং আসামীর নিকট সময় চাহিলে ১নং আসামী তাহার বোনের সহিত কুতর্কে লিপ্ত হইয়া অমানষিকভাবে মারপিট করিলে তাহার বোন মোবাইল ফোনে তাহার পিতাকে অত্র সংবাদ জানাইলে অভিযোগকারী এবং তাহার পিতা ও চাচা আসামীর বাড়িতে গিয়া তাহার বোনকে মারপিট করিয়াছে দেখিয়া ও তাহার বোনের নিকট হইতে ঘটনার কথা শুনিয়া তাহার বোন মরিয়ম বেগমকে নিয়া অভিযোগকারী তাহার পিতা ও চাচা ১নং আসামীর বাড়ি হইতে রওয়ানা দিলে সকল আসামীগণ তাহাদের প্রতি রাগ পোষণ করিয়া লাঠি, রশি নিয়া তাহাদেরকে মারপিট করিতেও বাধিঁয়া ফেলিতে চায়। তাহারা ডাকাডাকি শুরু করিলে আশেপাশের লোকজন ও কতক সাক্ষীগণ আসিতে থাকিলে আসামীগণ মারাত্বক তাহাদেরকে খুন জখমের হুমকী দিয়া তাড়াইয়া দিয়া তাহার বোন মরিয়মকে রাখিয়া দেয়। ঐদিন ঘটনার সময় হইতে তাহার বোন মরিয়মের আর কোন খোঁজ খবর নাই। অভিযোগকারী তাহাদের আত্নীয় স্বজনের বাড়িসহ বিভিন্ন স্থানে বহু খোজাখুজি করিয়া তাহার বোন মরিয়মকে না পাইয়া পূর্বধলা থানার বিগত ২৩.০৭.২০০৮ ইং তারিখে একটি জিডি করে। যাহার ডিজি নং ৮৬৭ তারিখ ২৩.০৭.২০০৮। ইতিমধ্যে তাহারা আসামীগণের নিকট হইতে তাহার বোন নিখোঁজের কোন সন্তোষজনক উত্তর পায় নাই। অভিযোগকারীর বিশ্বাস যে, সকল আসামীগণ পরস্পর যোগসাজসে তাহার বোন মরিয়মকে খুন করিয়া তাহার লাশ গুম করিয়া ফেলিয়াছে।

অতঃপর উক্ত দরখাস্ত পূর্বধলা থানা প্রাপ্ত হইয়া এজাহার হিসাবে গণ্য করিয়া এবং দন্ডবিধি ৩৬৪/৩৪ ধারায় পূর্বধলা থানার মামলা নং-৭ তারিখ ০৭.১১.২০০৮ ইং উদ্ভব হয়। অতঃপর পূর্বধলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসাবে এস আই মোঃ নজরুল ইসলাম-কে মামলা তদন্ত করার জন্য হাওলা করেন।

অতঃপর তদন্তকারী কর্মকর্তা ০৭.১১.২০০৮ ইং তারিখ হইতে তদন্ত শুরু করিয়া ০৫.০৬.২০০৯ ইং তারিখ পর্যন্ত তদন্ত পূর্বক তদন্ত সমাপ্ত করিয়া অভিযুক্ত দরখাস্তকারীকে একমাত্র আসামী করিয়া দন্ডবিধি ৩৬৪ ধারায় অপরাধ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত বিবেচনায় তাঁহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭৩ ধারা অভিযোগপত্র (পুলিশ রিপোর্ট) দাখিল করেন, যাহার নম্বর-৭১, তারিখ ০৫.০৬.২০০৯ এবং ২-৭ নং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭৩ ধারায় চূড়ান্ত রিপোর্ট (ফাইনাল রিপোর্ট) দাখিল করিয়া তাহাদের মামলার দায় হইতে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন।

অতঃপর অভিযোগকারী উক্ত পুলিশ রিপোর্ট এর বিরুদ্ধে নারাজির দরখাস্ত দাখিল করিলে বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, নেত্রকোনা ১৬.০৯.২০০৯ ইং তারিখের আদেশে নারাজি দরখাস্ত মঞ্জুর করেন এবং মামলা পুনঃতদন্তের জন্য গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে পুলিশ সুপার, নেত্রকোনা বরাবরে প্রেরণ করেন এবং ০৩.১১.২০০৯ ইং তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য দিন ধার্য করেন।

অতঃপর উক্ত ২-৭ নং অভিযুক্তদের মামলার দায় হইতে অব্যাহতির ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭৩ ধারার পুলিশ রিপোর্টের বিরুদ্ধে দাখিলকৃত নারাজির

দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে মামলাটি বর্তমানে গোয়েন্দা সংস্থায় তদন্তাধীন রহিয়াছে। ইতিমধ্যে দরখাস্তকারী সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, নেত্রকোনা এবং সর্বশেষ ১৩.১২.২০০৯ ইং তারিখে দায়রা জজ আদালতে জামিনের আবেদন করিলে তাহা নামঞ্জুর হইলে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৯৮ ধারার বিধান মতে জামিনের প্রার্থনায় অত্র বিবিধ মামলা দায়ের করিলে অত্র আদালত অত্র রুলটি জারী পূর্বক ১৯.০১.২০০৯ ইং তারিখের আদেশে রুলটি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত দরখাস্তকারীকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে মুক্তি থাকার আদেশ প্রদান করেন।

রুলটি শুনানীকালে রুলটির স্বপক্ষে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ শফিকুজ্জামান রুলটি সমর্থন করিয়া নিবেদন করেন যে, ভিকটিম দরখাস্তকারীর স্ত্রী, তাহাদের ৭ বৎসর ও ৪ বৎসরের দুইটি ছেলে রহিয়াছে। দরখাস্তকারী ছাড়া তাহাদের দেখাশুনা করিবার আর কেউ নাই। ভিকটিম ও দুইটি সন্তানসহ তাহারা ১৭.০৭.২০০৮ ইং তারিখ রাতের বেলা একত্রে ঘুমাইতে যান এবং সকালে উঠিয়া দরজা খোলা দেখিতে পান, পরে ভিকটিম স্ত্রীকে কোথাও খুঁজিয়া না পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি করেন। কথিত ঘটনা ১৭.০৭.২০০৮ ইং তারিখ দরখাস্তকারী সংবাদ দাতা কথিত মামলা/এজাহার দাখিল করেন ১৩.০৮.২০০৮ ইং তারিখ দীর্ঘ ২৬ দিন পর, যেখানে কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নাই এবং বর্তমানে যেহেতু অধিকতর তদন্তের জন্য গোয়েন্দা সংস্থায় তদন্তাধীন রহিয়াছে এবং অদ্য পর্যন্ত কোন তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া যায় নাই মর্মে জানা যায়। পুনঃতদন্ত রিপোর্ট প্রাপ্তি সাপেক্ষে মামলার বিচার কার্য শুরু হওয়ার বিষয় অনিশ্চিয়তা রহিয়াছে। যেহেতু রুলটি

ইস্যুকালীন সময় অভিযুক্ত দরখাস্তকারীকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে মুক্তির আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং যেহেতু দরখাস্তকারী ও ভিকটিমের দুইটি শিশু সন্তান রহিয়াছে, যাহাদের বয়স যথাক্রমে ৭ ও ৪ বৎসর। তাহারা বর্তমানে দরখাস্তকারীর হেফাজতে আছে। দরখাস্তকারীর অবর্তমানে উক্ত নাবালক শিশুদ্বয়কে চরম অসুবিধায় পড়িতে হইবে। যাহা কোন কিছুর বিনিময়ে পরিপূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। অধিকন্তু রুল ইস্যুকালীন সময়ে দরখাস্তকারী অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে মুক্ত হইয়াছেন। তিনি জামিনের কোন শর্ত ভঙ্গ করেন নাই বা জামিনের অপব্যবহার করেন নাই, বিধায় দরখাস্তকারীকে জামিনে মুক্ত থাকার সদয় আদেশ জ্ঞাপনের প্রার্থনাসহ রুলটি চূড়ান্ত (এ্যাবসলিউট) হওয়ার নিবেদন করেন।

অন্যদিকে রুলটির চরম বিরোধিতা করিয়া অপরপক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্ণী জেনারেল জনাবা শাকিলা রওশন জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করেন যে, মামলাটি দন্ডবিধি ৩৬৪ ধারার অভিযোগে অভিযুক্ত-দরখাস্তকারী ভিকটিমের স্বামী; ঘটনার তারিখ ১৭.০৭.২০০৮ ইং, ভিকটিমকে এখন পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। অভিযুক্ত দরখাস্তকারী অন্যান্য অভিযুক্তদের সহযোগিতায় ভিকটিমকে খুন করিয়া গুম করিয়াছে বলিয়া পারিপারির্শ্বক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বাস করার যথেষ্ট যুক্তিসংগত কারণ রহিয়াছে বিধায় বর্তমান পরিস্থিতিতে দরখাস্তকারী কোন অবস্থায় জামিনে মুক্ত থাকিতে পারে না, তাহার জামিন বাতিলসহ রুলটি খারিজের নিবেদন করেন।

আমরা দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী, অপরপক্ষের বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এর বক্তব্য অত্যন্ত মনোযোগ ও আন্তরিকতার সহিত শ্রবণ করিলাম।

সার্বিক বিবেচনায় দেখা যায় ভিকটিম অভিযুক্ত-দরখাস্তকারীর স্ত্রী, ১৭.০৭.২০০৮ ইং তারিখ হইতে ভিকটিম নিখোঁজ, এখন পর্যন্ত কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই এবং সর্বশেষ ভিকটিমসহ অভিযুক্ত দরখাস্তকারী একই ঘরে একই বিছানায় ছিল। সেক্ষেত্রে ভিকটিমের নিঁখোজের বিষয় সন্দেহের ইঙ্গিতের তীর দরখাস্তকারীর উপরই বর্তাইবে এবং দরখাস্তকারী তাহার স্ত্রী অন্তর্ধানের বা নিখোঁজ হওয়ার দায় হইতে অব্যাহতি পাওয়ার খুব জোরালো যুক্তি না থাকিলে তাহার উপরই দায়ভার অর্পিত হইবে, ইহাই সাক্ষ্য আইনের ১০৬ ধারার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

যেহেতু বর্তমানে মামলাটি অধিকতর তদন্তের জন্য গোয়েন্দা সংস্থায় তদন্তাধীন আছে এবং অবস্থা দৃষ্টে দেখা যায় এখন পর্যন্ত তদন্ত সম্পন্ন হয় নাই মর্মে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আদালতে নিবেদন করেন এবং উক্ত পুনঃতদন্ত প্রতিবেদন না আসা পর্যন্ত মামলাটির বিচার কার্য শুরু হওয়ার বিষয় অনিশ্চিয়তা রহিয়াছে। সর্বোপরি যেহেতু ৭ ও ৪ বৎসর বয়সের দুইটি শিশু সন্তান (ভিকটিম) মায়ের অভাবে অভিযুক্ত দরখাস্তকারী পিতার জিম্মায়/ হেফাজতে আছে। সেহেতু বিষয়টি অত্যন্ত মানবিকতার সহিত বিবেচনা করা আদালতের একান্ত কর্তব্য বলিয়া আমারা মনে করি।

আমরা এজাহার, অভিযোগপত্র, নারাজির দরখাস্ত মঞ্জুরের আদেশ ইত্যাদি এবং উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের উত্থাপিত বক্তব্য অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত বিচার বিশ্লেষণ করিলাম। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্যে দরখাস্তকারীকে জামিন মুক্ত থাকা এবং রুলটি চূড়ান্ত (এ্যাবসলিউট) করার যথেস্ট যুক্তিসংগত, আইনগত ও মানবিক কারণ সম্বলিত উপকরণ ও উপাদান রহিয়াছে

বিধায় আমরা দরখাস্তকারীকে জামিনে মুক্ত থাকাসহ রুলটি চুড়ান্ত (এ্যাবসলিউট) করার বিষয় ঐক্যমত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি সেহেতু রুলটি চূড়ান্ত (এ্যাবসলিউট) হওয়া উচিৎ।

অতএব,

ফলাফল

উপরোক্ত অবস্থা ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রুলটি চূড়ান্ত (এ্যাবসলিউট) করা হইল। দরখাস্তকারীর জামিন স্থায়ী করা হইল। দরখাস্তকারী মোঃ রফিকুল ইসলাম ওরফে রফিক, পিতাঃ আঃ হামিদ ওরফে আঃ মজিদ সাঃ- পাইলটি, থানাঃ পূর্বধলা, জেলাঃ নেত্রকোনা। পূর্বধলা থানার মামলা নং-৭ তারিখ ০৭.১১.২০০৮ ইং ধারা ৩৬৪/৩৪ দন্ডবিধি, যাহার জিআর নং-২৩৭(২)/২০০৮ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত জামিনে মুক্ত থাকিবেন তবে, দরখাস্তকারী যদি জামিনের কোন শর্ত ভঙ্গ করেন বা অপব্যবহার করেন তবে সংশ্লিষ্ট আদালত তাহার জামিন বাতিল করিতে পারিবেন।

বিচারপতি এ,কে,এম ফজলুর রহমানঃ

আমি একমত।